তস্মিন মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি

# দশশ্লোকী স্তোত্রম

**মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ**

শ্লোককার - ভগবৎ পূজ্যপাদ জগদগুরু শঙ্করাচার্য (৬৮৬-৮২০ খ্রিষ্টাব্দ)

টীকাকার - সমীর কুমার মণ্ডল

হর গুরু সেবাশ্রম সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত ( প্রথম সংস্করণ )

২৩শে ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

# উপক্রমণিকা

ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিকতার দেশ বলা হয়। যুগ যুগ ধরে আমাদের ভারতবর্ষে বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে আসছেন। তাদের পদরেণু ও শেখানো সংস্কার বহন করে আজ ভারতবর্ষ পুণ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য পুণ্যাত্মাদের মধ্যে আচার্য শঙ্কর ছিলেন অন্যতম। তিনি ৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ১২ই বৈশাখ দাক্ষিণাত্যের কেরলের অন্তর্গত কালাডি গ্রামে শিবগুরু নামক এক চরিত্রবান শাস্ত্রজ্ঞ শৈব ব্রাহ্মণ ও বিশিষ্টা নামক এক ভক্তিমতী অতিথি সৎকার পরায়ণা ব্রাহ্মণীর গৃহে চন্দ্রমৌলীশ্বর মহাদেবের আশীর্বাদ ধন্য পুত্র স্বরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন সেই সময় ভারতে সনাতন ধর্ম অত্যন্ত মলিন দশা প্রাপ্ত হয়েছিল। আচার্য শঙ্কর সেই সময় পিছিয়ে পড়া সনাতন ধর্মকে পুনরায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। একদিকে তিনি যেমন অদ্বৈতবাদের প্রহারে নাস্তিক্যবাদী ও শূন্যবাদী মতবাদকে খণ্ডন করেছিলেন, অপর দিকে বেদান্ত দর্শনের আলোতে সনাতন ধর্মকে মলিন মুক্ত করেছিলেন। এরসঙ্গে তিনি বহু হিন্দু আরাধ্য কেন্দ্রিক স্তোত্র রচনা করেছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি আরাধ্য মাহাত্ম্য ও তার ভক্তিভাব প্রচারের নতুন একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন।

অনেকের ধারণা অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদ পরস্পর বিরোধী! কিন্তু ইহা সত্য নয়, প্রখ্যাত অদ্বৈত জ্ঞানী মধুসূদন সরস্বতী তার 'ভক্তি রসায়ন' গ্রন্থে স্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন অদ্বৈতবাদেও ভক্তি সম্ভব।

আচার্য শঙ্কর রচিত স্তোত্র গুলি একক আরাধ্য কেন্দ্রিক নয়, বরং তিনি বিভিন্ন আরাধ্যের মাহাত্ম্য প্রচারে ভিন্ন ভিন্ন বহু স্তোত্র রচনা করেছিলেন। বর্তমানে ইহা মান্য করা হয় আচার্য শঙ্কর বিরচিত মোট শিব স্তোত্রের সংখ্যা কুড়িটি। এরমধ্যে 'দশশ্লোকী স্তোত্র' হল একটি মুখ্য শিব স্তোত্র, যেখানে তিনি মাত্র দশটি শ্লোকের মধ্যে দিয়ে দেবাদিদেব মহাদেবের সংক্ষিপ্ত মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন। এই 'দশশ্লোকী স্তোত্র' তিনি কাশীধামে থাকাকালীন রচনা করেন এবং আলোচ্য পুস্তকটি ইহার টীকা প্রকাশে লেখা হয়েছে।

স্তোত্রের তাৎপর্যের উপলব্ধি বিনা স্তোত্রপাঠ বৃথা হয়! তাই আপনাদের সুবিধার্থে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস, উক্ত টীকা টি পড়ে আপনারা যদি বিন্দুমাত্র উপকৃত হন তবে ভাববো আমার পরিশ্রম সফল।

সকলের মঙ্গল কামনায়

সমীর কুমার মণ্ডল

# ।। দশশ্লোকী স্তোত্রম ।।

সাম্বো নঃ কুলদৈবতং পশুপতে সাম্ব ত্বদীয়া বয়ং

সাম্বং স্তৌমি সুরাসুরোরগগণাঃ সাম্বেন সন্তারিতাঃ ।

সাম্বায়াস্তু নমো ময়া বিরচিতং সাম্বাৎ পরং নো ভজে

সাম্বস্যানুচরোহস্ম্যহং মম রতিঃ সাম্বে পরব্রহ্মণি ।। ১।।

**অনুবাদ** :- সাম্ব আমাদের নব্য কুলদেব, হে সাম্ব পশুপতি! আমরা তোমারই, আমি সাম্ব তোমার স্তুতি করছি। হে সাম্ব! পুরাকালে দেব দানব গণেরা তোমার কর্তৃক পরিত্রাণ পেয়েছিলো, তোমার উদ্দেশে আমার কৃত এই প্রণতি সমর্পিত হোক। তুমি ভিন্ন আমি অন্য কারো আরাধনা করি না, আমি তোমারই কিঙ্কর। হে পরব্রহ্ম রূপী সাম্ব! তোমার প্রতি আমার রতি হোক। ১

**টীকা** :- এখানে 'সাম্ব' অর্থাৎ স অম্ব তথা যিনি অম্বিকার সাথে অবস্থান করেন, অর্থাৎ দেবাদিদেব মহাদেব।

'নঃ' এখানে নব্য তথা দেবাদিদেব মহাদেব আমাদের নব কূলদেব। পশুপতি তথা -

"পশুপতিরহঙ্কারাবিষ্টঃ সংসারী জীবঃ সেব পশুঃ - জাবাল্যুপনিষদ"

সরলার্থে পশুপতি অহম তত্ত্বে অধিষ্ঠিত, তাই সংসারে আবদ্ধ জীব মাত্রই পশু। সুতরাং যিনি অহম তথা আমিত্বে অধিষ্ঠিত দেব, যিনি সংসারে আবদ্ধ জীব রূপ পশুদের স্বামী, তিনি পশুপতি। তাই হে পশুপতি মহাদেব! আমরা তোমারই, কারণ আমরা সংসার বন্ধনে আবদ্ধ জীব, তাই আমি তোমারই স্তুতি করছি। হলাহল তথা প্রাণের প্রতিবন্ধক অর্থাৎ যার বিস্তারে প্রাণের অস্তিত্ব সংকট হয়। সমুদ্রমন্থনে হলাহল উত্থিত হলে দেব দানবেরা তোমার শরণাপন্ন হয়, তুমি সেই প্রাণের প্রতিবন্ধক স্বরূপ কালকূটকে স্ব কণ্ঠে ধারণ করে তাদের অভয় প্রদান করেছিলে। তাই হে সাম্ব মহাদেব! তোমার উদ্দেশে আমার প্রণাম সমর্পিত হউক, তুমি ভিন্ন আমি অন্য কারো আরাধনা করতে চাই না, আমি তোমারই ভক্ত। 'রতি' তথা আসক্তি, তাই হে পরব্রহ্ম সাম্ব! তোমার প্রতি আমার আসক্তি হোক। ১

এখানে পদার্থ বাচক প্রথমা সম্বোধনে প্রথমা প্রভৃতি সাতটি বিভক্তি যোগে এই শ্লোকে স্তব করা হয়েছে।

বিষ্ণ্বাদ্যাশ্চ পুরত্রয়ং সুরগণা জেতুং ন শক্তাঃ স্বয়ং

যং শম্ভূং ভগবন্বয়ং তু পশবোহস্মাকং ত্বমেবেশ্বরঃ ।

স্বস্বস্থাননিয়োজিতাঃ সুমনসঃ স্বস্থা বভূবুস্তত-

স্তস্মিন মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ।। ২।।

**অনুবাদ** :- যখন স্বয়ং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণেরা ত্রিপুরাসুরকে পরাজিত করতে অক্ষম হয় তখন তারা **মহেশ্বরের** শরণাগত হন এবং স্বীকার করেন 'ভগবান আমরা পশু সদৃশ, একমাত্র তুমি আমাদের ঈশ্বর' এরপর ত্রিপুর বিজয় হলে দেবগণেরা নিজ নিজ স্থানে নিয়োজিত হয়ে নিশ্চিন্ত হন। সেই পরব্রহ্ম! সাম্ব আমার মনে আনন্দ সহকারে রত হোক।   ২

**টীকা** :- বিষ্ণু তথা জগৎপালক ; সুরবৃন্দ তথা দেবগণ ; ত্রিপুরাসুর তথা ত্রি অসুর যথা তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুৎন্মালী। যারা যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ নির্মিত ত্রিপুরের অধিপতি ছিলেন।

স্বয়ং জগৎপালক সহ অন্যান্য দেবগণ ত্রিপুরাসুর বিনাশে অক্ষম ছিলেন, কারণ ত্রিপুরাসুরের উপরে প্রজাপতি ব্রহ্মার বর ছিলো - 'যে সময় ত্রিপুর এক সরলরেখায় আসে, সেই মুহুর্তে যদি একমাত্র মহাদেব তাদের উপরে অস্ত্র প্রহার করেন, তবেই তাদের বিনাশ নিশ্চিত হবে'। এই কারণে সকল দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

এখানে পশু তথা প্রমথ, তাই দেবগণ স্বীকার করেছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব তাদের ঈশ্বর, কারণ তিনি প্রমথনাথ। পরে যখন দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিপুরাসুরের বিনাশ করেন, তখন সকল দেবগণ নিজ নিজ স্থানে নিয়োজিত হন এবং অভয় লাভ করেন। সেই পরব্রহ্ম সাম্ব! তথা দেবাদিদেব মহাদেব আমার মনে আনন্দ সহযোগে প্রতিষ্ঠিত হোক।   ২

ক্ষৌণী যস্য রথো রথাঙ্গযুগলং চন্দ্রার্কবিম্বদ্বয়ং

কোদণ্ডঃ কনকাচলো হরিরভূদ বাণো বিধিঃ সারথিঃ ।

তূণীরো জলধির্হয়াঃ শ্রুতিচয়ো মৌর্ব্বী ভুজঙ্গাধিপ-

স্তস্মিন মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ।। ৩।।

**অনুবাদ** :- যখন ত্রিপুরাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ সংগঠিত হয় ; তখন বসুমতী যার রথ, চন্দ্র সূর্য যার রথের চাকা, পর্বত যার কনক, সুমেরু যার শরাসন, শ্রী হরি যার শর, ব্রহ্মা যার সারথি, সাগর যার তূণীর, বেদসকল যার অশ্ব ও অনন্তদেব যার মৌর্ব্বী হয়েছিল; সেই পরব্রহ্ম সাম্ব! আমার মনে আনন্দ সহকারে রত হোক। ৩

**টীকা** :- যখন ত্রিপুরাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ সংগঠিত হয় তখন বসুমতী তথা পৃথিবী যার রথ, আলোকিত চন্দ্র সূর্য যার রথের দুই চাকা, পর্বত সমূহ যার রথের চূড়া, সুমেরু পর্বতমালা যার ধনুক, স্বয়ং শ্রী হরি যার বাণ, স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা যার রথ সারথি, সাগর সমূহ যার বাণ রাখার আধার, বেদ সমূহ যার গতিমান অশ্ব ও সর্পরাজ

অনন্ত যার রথ ছত্র হয়ে প্রকাশিত হয়েছিলো ; সেই পরব্রহ্ম সাম্ব! তথা দেবাদিদেব মহাদেব আমার মনে আনন্দ সহযোগে প্রতিষ্ঠিত হোক। ৩

এখানে ত্রিপুর আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে ষড়রিপুর বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যেখানে স্বর্ণ কাম ও মদ তথা অহংকারের বহিঃপ্রকাশ, রৌপ্য লোভ ও মোহের বহিঃপ্রকাশ এবং লৌহ ক্রোধ ও মাৎসর্য তথা হিংসার বহিঃপ্রকাশ। তাই ত্রিপুরের অধিপতি তথা ত্রিপুরাসুর এই ষড়রিপুর প্রতীক বিশেষ।

অপরপক্ষে এখানে রথ তথা স্থিরতা, রথচক্র তথা সৌম্যতা ও তপস্যা, রথের চূড়া তথা দৃঢ় বিশ্বাস, ধনুক তথা অটল ইচ্ছাশক্তি, বাণ তথা প্রশান্তি, সারথি তথা অষ্টাঙ্গ যোগ, বাণ রাখার আধার তথা ইন্দ্রিয় সংযম, অশ্ব তথা জ্ঞান, রথ ছত্র তথা অটল ভক্তি এবং ত্রিপুরাসুর নাশায় তথা স্বয়ং আমি।

এই রণসজ্জায় সজ্জিত শিবই একমাত্র পারে মানুষের মনে অবস্থিত ত্রিপুরাসুরের নাশ করতে। তাই এখানে উক্ত শিবকে নিজ মনে আনন্দ সহযোগে প্রতিষ্ঠিত করতে বলা হয়েছে।

যেনাপাদিতমঙ্গজাঙ্গভসিতং দিব্যাঙ্গরাগৈঃ সমং

যেন স্বীকৃতমব্জসম্ভবশিরঃ সৌবর্ণপাত্রৈঃ সমম্।

যেনাঙ্গীকৃতমচ্যুতস্য নয়নং পূজারবিন্দৈঃ সমং

তস্মিন মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি।। ৪।।

**অনুবাদ** :- যিনি অনঙ্গের অঙ্গ ভস্ম দিব্য অঙ্গরাগের সমান গ্রহণ করেছিলেন, যিনি কমলযোনি ব্রহ্মার একটি মস্তক ছেদন করে তা কাঞ্চন পাত্রের সমান গ্রহণ করেছিলেন। যিনি পূজোপহার পদ্ম পুষ্পগুলির সঙ্গে শ্রী হরির একটি নয়ন সমান ভাবে গ্রহণ করেছিলেন, সেই পরব্রহ্ম সাম্ব! আমার মনে আনন্দ সহকারে রত হোক।

**টীকা** :- অনঙ্গ তথা কাম, অনঙ্গ ভস্ম তথা কামভাবের নাশ। তাই যিনি সাজসজ্জার দিব্য সামগ্রী হিসাবে কাম ভস্মকে গ্রহণ করেছিলেন, তাৎপর্য বৈরাগ্যভাব হল একটি শিব ঐশ্বর্য বিশেষ, কারণ কামভাবের নাশ তথা বৈরাগ্যতার প্রাপ্তি।

কমলযোনি তথা প্রজাপতি ব্রহ্মা, পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মার পঞ্চশির ছিলো। এই পঞ্চশিরের মধ্যে চতুঃ শির হল চতুর্বেদের প্রতীক এবং পঞ্চম শির হল কামাতুরতার প্রতীক। মৎস্য মহাপুরাণ ৩.৩৮ অনুসারে -

"ততোহন্যদভবৎ তস্য কামাতুরতয়া তথা"

অর্থাৎ তার চতুর্মুখের পশ্চাতে আরেকটি মুখ কামাতুরতা বশত প্রকটিত হল। শিব মহাপুরাণ ১.৪৯.৮০ অনুসারে -

"ব্রহ্মা চ ভজতে দুষ্টং শব্দং খরতরং তদা"

অর্থাৎ ব্রহ্মা তার এই মুখে প্রচণ্ড দুষ্ট শব্দ উচ্চারণ করতেন।

ব্রহ্মা বেদ তথা জ্ঞানের প্রকাশক, তাই এখানে অজ্ঞানের প্রকাশ হতে থাকলে জগতের জন্য তা অনিষ্টকর। এই কারণে দেবাদিদেব মহাদেব প্রজাপতি ব্রহ্মার এই মস্তকটি ছিন্ন করেন এবং যাতে এর দূষপ্রভাব জগতে বিস্তার লাভ করতে না পারে এজন্য তিনি স্বর্ণ পাত্রের ন্যায় ইহাকে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং উপাখ্যানের তাৎপর্য মহাদেব অজ্ঞানের নাশ করেন এবং জগতে অজ্ঞানের বিস্তারে বাধা প্রদান করেন।

হরি তথা নারায়ণ, পদ্মলোচন তথা নারায়ণ। লিঙ্গ মহাপুরাণ ১.৯৮.১৬২ অনুসারে -

"জ্ঞাত্বা স্বনেত্রমুদ্ধৃত্য সর্বসত্ত্বাবলংবনম।

পূজযামাস ভাবেন নাম্না তেন জগদ্গুরুম।।"

অর্থাৎ তখন শ্রী হরি একটি পদ্মের অভাবে নিজ চক্ষু উৎপাটন করে সেই চক্ষুকে পদ্মের ন্যায় নিবেদন করে ভক্তি পূর্বক জগদগুরু মহাদেবের পূজা করেছিলেন।

শ্রী হরি সুদর্শন চক্র লাভের আশায় মহেশ্বরের সহস্র নাম জপে সহস্র পদ্ম উৎসর্গ করেছিলেন, হঠাৎ তার একটি পদ্ম কম পড়ে যায়, তাই শ্রী হরি তার পদ্মবৎ একটি চক্ষু মহেশ্বরের উদ্দেশ্য উৎসর্গ করেছিলেন।

এই উপাখ্যানের তাৎপর্য অটল ভক্তি ও দৃঢ় সংকল্প যোগে মহেশ্বরের আরাধনা করা উচিত, যার দৃষ্টান্ত এখানে স্বয়ং শ্রী হরি। এই পরব্রহ্ম সাম্ব! তথা দেবাদিদেব মহাদেব আমার মনে আনন্দ সহযোগে প্রতিষ্ঠিত হোক।

যাতে আমি বৈরাগ্যভাব লাভ করতে পারি, অজ্ঞানের নাশ করে জ্ঞান কে প্রকাশিত করতে পারি এবং শ্রী হরির ন্যায় একজন আদর্শ শিব ভক্ত হতে পারি। ৪

গোবিন্দাদধিকং ন দৈবতমিতি প্রোচ্চার্য্য হস্তাবুভা-

বুদ্ধৃত্যাথ শিবস্য সন্নিধিগতো ব্যাসো মুনীনাং বরঃ।

যস্য স্তম্ভিতপাণিরানতিকৃতা নন্দীশ্বরেণাভবৎ

তস্মিন মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি।। ৫।।

**অনুবাদ** :- একদা মুনি শ্রেষ্ঠ দ্বৈপায়ন তার বাহুদ্বয় উত্তোলন করে 'গোবিন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা অন্য কেউ নাই' এই বাক্য উচ্চারণ করতে করতে শিব সকাশে উপস্থিত হন। তখন সেবক নন্দিকেশ্বর তার বাহুদ্বয় স্তম্ভিত করে দেন। এই পরব্রহ্ম সাম্ব! তথা দেবাদিদেব মহাদেব আমার মনে আনন্দ সহযোগে প্রতিষ্ঠিত হোক।

**টীকা** :- একবার মুনি শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস দেব দেবাদিদেব মহাদেবের সন্নিকটে গিয়ে বাহুদ্বয় উত্তোলন করে বলতে থাকেন 'এক গোবিন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা অন্য কেউ নাই'। তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিবানুচর প্রধান নন্দিকেশ্বর, তিনি ইহা প্রত্যক্ষ করেন এবং ব্যাস দেবের উত্তোলিত বাহুদ্বয়কে স্তম্ভের ন্যায় জড়ীভূত করে দেন। সেই নন্দিকেশ্বরের আরাধ্য পরব্রহ্ম সাম্ব! তথা দেবাদিদেব মহাদেব আমার মনে আনন্দ সহযোগে প্রতিষ্ঠিত হোক। ৫

উপাখ্যানের তাৎপর্য শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে অহংকার করা অনুচিত। এখানে অহংকারাচ্ছন্নতার প্রতীক স্বয়ং ব্যাস দেব, কারণ তিনি হরি ভক্তিতে মত্ত হয়ে স্বয়ং মহাদেব তথা যিনি দেবতাদের মধ্যে মহান তাকে অবজ্ঞা করে ভগবান গোবিন্দ কে মহান হিসাবে চিন্তন করছেন। ব্যাস দেবের এই দর্প এখানে চূর্ণ করেছেন শিবানুচর প্রধান নন্দিকেশ্বর। তিনি ব্যাস দেবের উত্তোলিত বাহুদ্বয়কে স্তম্ভের ন্যায় জড়ীভূত করে দেন, কিন্তু গোবিন্দ তাকে রক্ষা করেন না, যার ফলে ব্যাস দেবের দর্প চূর্ণ হয়। সেই নন্দিকেশ্বর আরাধ্য তথা দেবাদিদেব মহাদেব আমার মনে আনন্দ সহযোগে প্রতিষ্ঠিত হোক, যাতে আমরা মনের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার দমনে শিবানুচর নন্দিকেশ্বরের ভূমিকা পালন করতে পারি।

পুরাকালে প্রজাপতি দক্ষ অনুরূপ অহংকার পোষণ করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তার অহংকার রক্ষা করতে পারেননি। ৫

আকাশশ্চিকুরায়তে দশদিশাভোগো দুকূলায়তে

শীতাংশুঃ প্রসবায়তে স্থিরতরানন্দঃ স্বরূপায়তে ।

বেদান্তো নিলয়ায়তে সুবিনয়ো যস্য স্বভাবায়তে

তস্মিন মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি।। ৬।।

**অনুবাদ** :- নভোমণ্ডল যার কেশপাশস্বরূপ, দশম দিক যার পট্ট বসনস্বরূপ, চন্দ্র যার পুষ্পস্বরূপ, নিত্য আনন্দ যার স্বরূপ। বেদান্তে যিনি অধিষ্ঠিত, সুবিনয় যার স্বভাব, সেই পরব্রহ্ম সাম্ব! আমার মনে আনন্দ সহকারে রত হোক। ৬

**টীকা** :- নভোমণ্ডল তথা মহাকাশ, কেশপাশ তথা জটক কপর্দ ; তাই মহাকাশ যার জটক কপর্দ স্বরূপ, এর কারণ তিনি "ব্যোমকেশ" তথা মহাকাশ যার কেশ স্বরূপ। পট্ট বসন তথা রাজকীয় বস্ত্র বিশেষ, তাই দশম দিক সমূহ যার কাছে রাজকীয় বস্ত্র বিশেষ, এর কারণ তিনি "দিগম্বর" তথা দিক সমূহ যার অম্বর। চন্দ্র যার মস্তকে পুষ্পের ন্যায় সজ্জিত। নিত্য আনন্দ তথা শাশ্বত আনন্দ, যা প্রতিটি মানুষের কাম্য সেই নিত্য আনন্দ স্বরূপ হল দেবাদিদেব মহাদেব। বেদান্ত তথা বেদের শেষভাগে (উপনিষদে) যিনি অধিষ্ঠিত, কারণ তিনি বেদান্ত পুরুষ। সুবিনয় তথা নম্রতা যার স্বভাব, কারণ তিনি "সাত্ত্বিকায়" তথা যিনি সত্ত্ব গুণের স্বরূপ। সেই পরব্রহ্ম সাম্ব! তথা দেবাদিদেব মহাদেব আমার মনে আনন্দ সহযোগে প্রতির্ষ্ঠিত হোক। ৬

বিষ্ণুর্যস্য সহস্রনাম নিয়মাদম্ভোরুহৈরুদ্ধর

ন্নেকেনাপচিতেষু নেত্রকমলং নৈজং পদাব্জদ্বয়ে ।

সংপূজ্যা সুরসংহতিং বিদলয়ং স্ত্রৈলোক্যপালোহভবৎ

তস্মিন মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি।। ৭।।

**অনুবাদ** :- যার সহস্র নামের এক একটি নাম পিছু এক একটি পদ্ম প্রদানে সংকল্পরত শ্রী হরি, তা থেকে একটি পদ্ম কম দেখে নিজ নয়ন কমল উৎপাটন করে তার চরণ কমল যুগল পূজা করেন এবং অসুর নিকরকে পরাজিত করে ত্রিলোক পালকের পদ লাভ করেন, সেই পরব্রহ্ম সাম্ব! তথা দেবাদিদেব মহাদেব আমার মনে আনন্দ সহযোগে প্রতিষ্ঠিত হোক। ৭

**টীকা** :- একদা শ্রী হরি সুদর্শন চক্র লাভের আশায় মহেশ্বরের সহস্র নাম জপে সহস্র পদ্ম উৎসর্গ করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। হঠাৎ তার একটি পদ্ম কম পড়ে যায়, তাই শ্রী হরি তার পদ্মবৎ একটি চক্ষু মহেশ্বরের চরণে উৎসর্গ করে নিজ সংকল্প পূর্তি করেছিলেন।

তাৎপর্য অটল ভক্তি ও দৃঢ় সংকল্প যোগে মহেশ্বরের আরাধনা করা উচিত, যার দৃষ্টান্ত এখানে স্বয়ং শ্রী হরি। মহেশ্বর এই উপাসনায় তুষ্ট হয়ে শ্রী হরিকে সুদর্শন চক্র প্রদান করেন। ইহা মনন চালিত একটি অভেদ্য অস্ত্র বিশেষ, যারা দ্বারা শ্রী হরি অসুর নিকরকে বধ করেন এবং ত্রি লোকপালকের পদ পুনঃ লাভ করেন। সেই

পরব্রহ্ম সাম্ব! তথা দেবাদিদেব মহাদেব আমার মনে আনন্দ সহযোগে প্রতিষ্ঠিত হোক। যাতে আমি শ্রী হরির ন্যায় একজন আদর্শ শিব ভক্ত হতে পারি। ৭

শৌরিং সত্যগিরং বরাহবপুষং পাদাম্বুজাদর্শনে

চক্রে যো দয়য়া সমস্তজগতাং নাথং শিরোদর্শনে ।

মিথ্যাবাচমপূজ্যমেব সততং হংসস্বরূপং বিধিং

তস্মিন মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি।। ৮।।

**অনুবাদ** :- শ্রী হরি বরাহ রূপ ধারণ করে, যার চরণের সন্ধান পায়নি ; আর সেই সত্য কথা স্বীকার করাতে যিনি শ্রী হরি কে সমস্ত জগতের আধিপত্য প্রদান করেছিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা হংসরূপ ধারণ করে যার শিরো

দর্শন না হলেও দর্শন করেছেন, এইরূপ মিথ্যা বলাতে তাকে অপূজ্য করে দেন। সেই পরব্রহ্ম সাম্ব! আমার মনে আনন্দ সহকারে রত হোক। ৮

**টীকা** :- ইহা শিব মহাপুরাণের বিদ্যেশ্বরসংহিতার অন্তর্ভুক্ত সপ্তম অধ্যায়ের বর্ণনা, যার সংক্ষিপ্তসার হল –

সৃষ্টির প্রাক্কালে একদা শ্রী হরি ও প্রজাপতি ব্রহ্মার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এই বিবাদ সূত্রে যুদ্ধ সংগঠিত হয়। যুদ্ধের বিরাম লাগানোর জন্য ও দুইজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ইহার বিচার করতে মহেশ্বর, শ্রী হরি ও প্রজাপতি ব্রহ্মার মাঝে অনন্ত অগ্নি স্তম্ভ হিসাবে নিজেকে প্রকাশিত করেন এবং তাদের বলেন যিনি এই অগ্নি স্তম্ভের শেষ প্রান্ত খুঁজতে সক্ষম হবে তিনিই শ্রেষ্ঠ হবেন। শ্রী হরি বরাহ রূপে সেই অনন্ত অগ্নি স্তম্ভের অধরে গমন করেন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা হংসরূপে ঊর্ধ্বে গমন করেন। কিন্তু কেউই ইহার শেষ প্রান্ত খুঁজে পান না, অবশেষে প্রজাপতি ব্রহ্মা এসে মিথ্যা বলেন তিনি অগ্নি স্তম্ভের শেষ প্রান্ত দেখতে সক্ষম হয়েছেন ; কিন্তু শ্রী হরি সত্যে অটুট থাকেন, তিনি স্বীকার করেন এই অগ্নি স্তম্ভ অনন্ত, ইহার না শুরু আছে না শেষ। অবশেষে স্বয়ং মহেশ্বর তার নিষ্কল স্বরূপ থেকে সকল স্বরূপে আসেন এবং তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মা ও শ্রী হরির সামনে তার ঈশত্ব প্রকাশ করেন। তিনি মিথ্যা বলার জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অপূজিত হওয়ার অভিশাপ দেন এবং সত্যে অটুট থাকার

জন্য তিনি শ্রী হরিকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে চিহ্নিত করেন ও জগতের পালনকর্তা হিসাবে তাকে ভূষিত করেন। সেই পরব্রহ্ম সাম্ব! তথা দেবাদিদেব মহাদেব আমার মনে আনন্দ সহযোগে প্রতিষ্ঠিত হোক। ৮

এই উপাখ্যানের তাৎপর্য - এই জগতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যিনি একমাত্র সত্যকেই স্বীকার করেন এবং সত্যের প্রতি অটুট বিশ্বাস রাখেন। এখানে শ্রী হরি হল সেই শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক এবং তার বিপরীত হল প্রজাপতি ব্রহ্মা, তিনি সামান্য মিথ্যার অহংকারে সত্যকে অস্বীকার করেছিলেন। যেহেতু একমাত্র শ্রেষ্ঠের আশ্রয়ে জগতের কল্যাণ সম্ভব তাই শ্রী হরিকে এই মর্যাদা স্বয়ং মহেশ্বর প্রদান করেন। বিপরীতে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অপূজিত করেন। কারণ পূজার সময় আরাধ্যের গুণাবলীর কীর্তন হয়, তাই মিথ্যার কীর্তনে ভক্তের মনে ষড়রিপুর প্রাবল্যতা বৃদ্ধি পায়, যার প্রভাবে কেবল জগতের অমঙ্গল হয়।

আমাদের মনে সর্বদায় এমন শ্রী হরি ও ব্রহ্মার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে, তাই আমাদের মনে মহেশ্বরকে আনন্দ সহযোগে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে। যাতে আমরা শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠের বিচার বিশ্লেষণ করে নিজের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে পারি।

যস্যাসন ধরণী জলাগ্নি পবন ব্যোমার্ক চন্দ্রাদয়ো

বিখ্যাতাস্তনবোহষ্টধা পরিণতা নান্যত্ততো বর্ততে ।

ওঙ্কারার্থবিবেচনী শ্রুতিরিয়ং চাচষ্ট তূর্য্যং শিবং

তস্মিন মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি।। ৯।।

**অনুবাদ** :- যার মূর্তি ধরণী, জল, অগ্নি, পবন, ব্যোম, অর্ক, চন্দ্র ও যজমান এই অষ্টধা পরিণতি হিসাবে কীর্তিত হয়, ব্রহ্মাণ্ডে যার থেকে অতিরিক্ত আর কিছু নাই। ওঙ্কারার্থক বিবেচিত শ্রুতি যাকে তুরীয় পুরুষ শিব হিসাবে বর্ণনা করেন, সেই পরব্রহ্ম সাম্ব! আমার মনে আনন্দ সহকারে রত হোক। ৯

**টীকা** :- জগতের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য যে আটটি তত্ত্বের প্রয়োজন হয় তার স্বরূপ হল মহেশ্বরের অষ্টমূর্তি। যেগুলি হল - পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র ও যজমান তথা যিনি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। উক্ত আটটি তত্ত্ব হল জগতের মৌলিক ভিত্তি, তাই সম্পূর্ণ জগতই শিবময়, সেই কারণে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে এক তিনি ছাড়া অতিরিক্ত আর কিছু নেই। লিঙ্গ মহাপুরাণ ১.২৮.১৫ - ১৭ অনুযায়ী -

কর্মণা তস্য চৈবেহ জগতসর্বং প্রতিষ্ঠিতম।

কিমত্র দেবদেবস্য মূর্ত্যষ্টকমিদং জগত ॥ ১৫॥

বিনাকাশং জগন্নৈব বিনাক্ষ্মাং বায়ুনা বিনা।

তেজসা বারিণা চৈব যজমানং তথা বিনা ॥ ১৬॥

ভানুনা শশিনা লোকস্তস্যৈতাস্তনবঃ প্রভোঃ।

বিচারতস্তু রুদ্রস্য স্থূলমেতচ্চরাচরম ॥ ১৭॥

**অর্থ** - কর্ম দ্বারাই জগত প্রতিষ্ঠিত, দেবাদিদেবের অষ্টমূর্তি স্বরূপ এই জগত। আকাশ বিনা জগত হয় না, তাই সেই আকাশ তার মূর্তি। পৃথিবী, বায়ু, তেজ, বারি ও যজমান বিনা জগত সম্ভব হয় না ; সূর্য, চন্দ্র বিনা লোক সম্ভূত হয় না ; তাই এই সকল পদার্থ সমূহ মহাদেবের শরীর। এই বিচারে সেই রুদ্র দেব এই চরাচরের

স্থূলদেহ। ওঙ্কারার্থক বিবেচিত শ্রুতি তথা বেদ যাকে তুরীয় পুরুষ তথা পরব্রহ্ম শিব হিসাবে বর্ণনা করে, সেই পরব্রহ্ম সাম্ব! তথা দেবাদিদেব মহাদেব আমার মনে আনন্দ সহযোগে প্রতিষ্ঠিত হোক।

### শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৪.১৪ - ১৬ অনুযায়ী

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে

বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম।

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং

জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি।। ১৪

**শব্দার্থ** - সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মম (সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম) কলিলস্য (নিবিড় সংসারের) মধ্যে (অন্তরে) বিশ্বস্য (জগতের) স্রষ্টারম (স্রষ্টা) অনেক রূপম (অনেক রূপে) বিশ্বস্য (জগতের) একম (অদ্বিতীয়) পরিবেষ্টিতারম (পরিব্যাপক ) শিবম (শিবকে) জ্ঞাত্বা (জানিলে) অত্যন্তম শান্তিম এতি (অত্যন্ত শান্তি লাভ হয়)।

**অর্থ** - সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম এই নিবিড় সংসারের অন্তরে জগতের স্রষ্টা অনেক রূপে প্রতিভাত। জগতের সেই অদ্বিতীয় পরিব্যাপক শিবকে জানিলে অত্যন্ত শান্তি লাভ হয়।

স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা

বিশ্বাধিপঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ।

যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ

তমেব জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি।। ১৫

**শব্দার্থ** - স এব (সেই সঙ্গে) কালে (কল্প সমূহে) ভুবনস্য (জগতের) গোপ্তা (প্রতিপালক) বিশ্বাধিপঃ (বিশ্বের অধিপতি) সর্বভূতেষু (সর্ব ভূতে) গূঢ়ঃ (গুপ্তমান) যস্মিন (যাতে) যুক্তা (একীভূত হওয়া) ব্রহ্মর্ষয়ঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ) দেবতাশ্চ (এবং দেবতাগণ) তমেব (এবং তাকে) জ্ঞাত্বা (জানলে) মৃত্যুপাশাং (জন্মমৃত্যুর চক্র) ছিনত্তি (ছিন্ন হয়)।

**অর্থ** - সেই সঙ্গে যিনি কল্প সমূহে জগতের প্রতিপালক, বিশ্বের অধিপতি, সর্ব ভূতে গুপ্ত মান, যাতে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ এবং দেবতাগণ একীভূত হয়েছেন ; এবং তাকে জানলে এই জন্মমৃত্যুর চক্র ছিন্ন হয়।

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং

জ্ঞাত্বা শিবং সর্বভূতেষু গূঢ়ম।

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ।। ১৬

**শব্দার্থ** - ঘৃতাৎ পরং (ঘৃতের উপরিভাগের) মণ্ডম ইব (লেই এর ন্যায়) অতিসূক্ষ্মং (অতিসূক্ষ্ম) জ্ঞাত্বা (জানলে) শিবং (শিব) সর্বভূতেষু (সর্বভূতে) গূঢ়ম (গুপ্তমান) বিশ্বস্য একম (বিশ্বের অদ্বিতীয়) পরিবেষ্টিতারং (পরিব্যাপক) জ্ঞাত্বা (জানা হয়) দেবং (দেবতা) মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ (সর্বপাশ থেকে মুক্ত হওয়া যায়)

**অর্থ** - ঘৃতের উপরিভাগের লেই এর ন্যায় অতিসূক্ষ্ম সর্বভূতে গুপ্ত মান শিবকে জানলে সেই বিশ্বের অদ্বিতীয় পরিব্যাপক দেবতাকে জানা হয় এবং সর্বপাশ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

১৪ এবং ১৬ নং শ্লোকে "শিবং" ও "শিবম" শব্দ দুটো বিশেষ্য পদে আছে, বিশেষণ পদে নয়!

বিষ্ণু ব্রহ্মসুরাধিপ প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বেহপি দেবা যদা

সম্ভূতাজ্জলধের্বিষাৎ পরিভবং প্রাপ্তাস্তদা সত্বরম ।

তানার্ত্তান শরণাগতানিতি সুরান যোহরক্ষদর্দ্ধক্ষণাৎ

তস্মিন মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি।। ১০।।
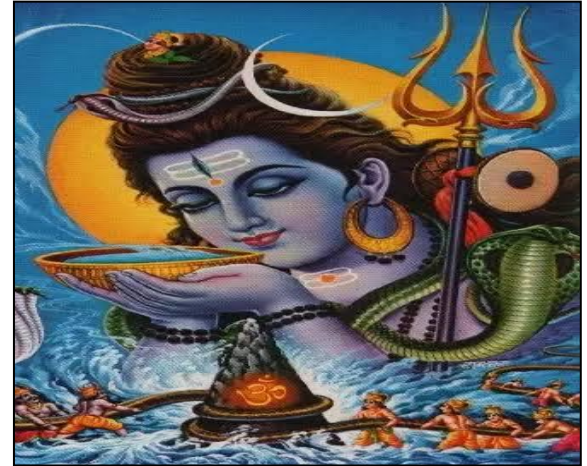
**অনুবাদ** :- সমুদ্রমন্থন কালে সমুদ্র থেকে হলাহল উৎপন্ন হলে শ্রী হরি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণেরা পরাজিত হলে তাদের কাতরতা ও শরণাপন্ন দর্শনে যিনি অর্দ্ধক্ষণের মধ্যে তাদের রক্ষা করেন, সেই পরব্রহ্ম সাম্ব! তথা দেবাদিদেব মহাদেব আমার মনে আনন্দ সহযোগে প্রতিষ্ঠিত হোক।

**টীকা** :- দেব ও অসুর গণেরা অমৃত লাভের আশায় সমুদ্রমন্থন করেছিলেন, কিন্তু মন্থন কালে সর্বপ্রথমে হলাহল উত্থিত হয়। সেই মহাবিষের প্রভাবে দেব ও অসুর গণেরা জর্জরিত হতে থাকেন। তারা তখন প্রজাপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন, প্রজাপতি ব্রহ্মা তাদের বলেন (বায়ুপুরাণ ৫৪.৬২-৬৪) -

শৃণুধ্বং দেবতাঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।

যত্তদগ্রে সমুৎপন্নং মধ্যমানে মহোদধৌ।।

বিষং কালানলপ্রখ্যং কালকূটেতিবিশ্রুতম।

যেন প্রোদ্ভূতমাত্রেণ কৃতঃ কৃষ্ণো জনার্দ্দনঃ।।

তস্য বিষ্ণুরহং চাপি সর্ব্বে তে সুর পুঙ্গরাঃ।

ন শক্নু বস্তি বৈ সোঢুং বেগমন্যে তু শঙ্করাৎ।।

**অর্থ** - হে দেবগণ! হে তপোধন ঋষিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন মথ্যমান সমুদ্র থেকে এই যে কাল অগ্নিতুল্য কালকূট বিষ উত্থিত হয়েছে, যা শ্রী হরি কে কৃষ্ণবর্ণের করে ফেলেছে, শঙ্কর ভিন্ন কেউ এই বিষ্ণুতেন্দোহর বিষের বেগ সহ্য করতে সমর্থ নয়।

এরপর দেব ও অসুর গণেরা মহেশ্বর কে স্মরণ করেন, তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে মহেশ্বর হলাহল পান করে তাদের অভয় প্রদান করেন এবং স্বয়ং নীলকণ্ঠ হয়ে যান।

এই উপাখ্যানের তাৎপর্য মহাদেবের মহানতা। যিনি নিজের কল্যাণের কথা চিন্তা না করে জগত কল্যাণ কে বেশি গুরুত্ব দেন, প্রকৃত অর্থে তিনি মহান। এখানে সেই মহানতার প্রতীক হলেন স্বয়ং মহেশ্বর, যিনি নীলকণ্ঠ হওয়া অপেক্ষা দেব ও অসুর গণদের রক্ষা করা কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই কারণে তিনি দেবতাদের

মধ্যে মহান তথা মহাদেব। এই মহাদেব কে আমাদের মনে আনন্দ সহযোগে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে আমরাও মহৎ কর্ম করার জন্য উৎসাহ পায়।

## ***ইতি দশশ্লোকী স্তোত্রমের শৈব টীকা সম্পূর্ণ***

'শিবস্য জীবরূপস্য স্থানং তদ্ধি প্রচক্ষতে'